দৈনিক
ইত্তেফাক

01 MAR 2016
তারিখ 29 FEB 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

শিক্ষার আলো চাই সবখানে

শিক্ষা বিস্তারে দেশের বিপুল সাফল্যের এই সময়েও পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হইয়াছে, গারো পাহাড়ের পাদদেশে শেরপুরের নালিতাবাড়ি উপজেলার দুর্গম গ্রাম খলচন্দায় স্বাধীনতার ৪৫ বৎসর পরেও কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মিত হয় নাই। কোচ সম্প্রদায়ের ৪৮টি পরিবারসহ এই গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় ৩ শতাধিক। একটি বেসরকারি সংস্থা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করে। গ্রাম হইতে ৫/৬ কিলোমিটার দূরের মিশনারি স্কুলে পড়িবার সুযোগ থাকিলেও যাতায়াতের পথটি দুর্গম হওয়ায় শিশুরা সেইখানে যাইতে পারে না। বর্তমানে স্কুলে পড়িবার মতো শতাধিক শিশু থাকিলেও প্রাথমিকে পড়ালেখা করিতেছে মাত্র ৩০ জন শিক্ষার্থী, আর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে পড়িতেছে মাত্র ২ জন। খুঁজিলে বিদ্যালয়হীন এইরকম প্রত্যন্ত গ্রাম আরও নিশ্চয় পাওয়া যাইবে, সেইসঙ্গে শহরের অনেক বস্তিতেও শিক্ষাবঞ্চিত শিশু পাওয়া যাইবে।

তবে ইহাও বলিতে হইবে যে, শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হইয়া উঠিয়াছে। এখন প্রায় শতভাগ মেয়েই স্কুলে যাইতেছে। বিশেষজ্ঞরা এইক্ষেত্রে প্রথমত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন বাংলাদেশের শিক্ষা বিষয়ে রাজনৈতিক ঐকমত্যের ওপর। সার্বিকভাবে, বিদ্যালয়ে গমন-উপযোগী শিশুদের ভর্তির হার যেমন বাড়িয়াছে, তেমনি বাড়িয়াছে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিবার হার। শুধু ভর্তি আর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিবার হার নহে, শিক্ষার্থীদের শিখিবার যোগ্যতা এবং লৈঙ্গিক সমতাও বাড়িয়াছে। সেইসঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যোগ্যতাও বাড়িয়াছে। অন্যদিকে কমিয়াছে ঝরিয়া পড়িবার হার। ২০১৩ সালেও প্রাথমিকে ভর্তির হার ছিল ৯৫ শতাংশ। এখন তাহা বাড়িয়া ৯৮ শতাংশের উপরে গিয়াছে। ওই বৎসর একজন শিক্ষক যেখানে পড়াইতেন ৬০ জন শিক্ষার্থীকে, এখন তাহা কমিয়া হইয়াছে ৪৫ জন। শুধু তাহাই নহে, ৭৩ শতাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নত অবকাঠামো রহিয়াছে। শ্রেণিকক্ষের স্বল্পতাও আগের তুলনায় কমিয়াছে অনেক। সরকারি স্কুলে প্রতিবন্ধী শিশু ভর্তির হার বাড়িয়াছে, নূতন ভবনগুলিও তৈরি হইতেছে প্রতিবন্ধীদের কথা মাথায় রাখিয়া।

উন্নয়নের একটি উল্লেখযোগ্য সূচক হইল শিক্ষা। মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বব্যাংক তাহার সর্বশেষ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের শিক্ষার অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সরকারের উদ্যোগ ও অর্জনের নানা দিক তুলিয়া ধরিয়াছে। বিশ্বব্যাংক বলিতেছে, বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই তুমুল গতিতে দুস্তর পথ অতিক্রম করিয়াছে এবং শিক্ষায় অভিগম্যতা ও সমতা অর্জনে অনেকদূর আগাইয়াছে। তবে, এখনও বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিশ্বব্যাংক মনে করিতেছে, স্কুলের বাহিরে থাকা শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। দারিদ্র্যের কারণে এখনও ৫০ লক্ষাধিক শিশু স্কুলের বাহিরে থাকিয়া গিয়াছে। ইহাদের একটি বড় অংশ শহরের বস্তি অথবা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। বিশ্বব্যাংক যে চ্যালেঞ্জের কথা বলিতেছে, যাহার দৃষ্টান্ত নালিতাবড়ির খলচন্দা গ্রামের ক্ষেত্রেও আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহা দূর করিতে কেবল সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলেই চলিবে না। সামাজিক তৎপরতা না থাকিলে কিছু কিছু প্রত্যন্ত অঞ্চল হয়তো বিচ্ছিন্নই থাকিয়া যাইবে, সরকারের নজরেই পড়িবে না। অতীতে আমরা দেখিয়াছি, স্বনামধন্য ব্যক্তি বা এলাকার জনপ্রতিনিধিরা শিক্ষা বিস্তারে ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পথ সুগম করিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়াছেন। সরকারি উৎসাহ-উদ্দীপনা, উদ্যোগ ও নীতিগত সমর্থনে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে দুস্তর পথ পাড়ি দিয়াছি, বাকি পথটুকু অতিক্রম করিতে এখন আমাদের নিজেদেরকেই উদ্যোগী হইতে হইবে। তবেই শিক্ষাক্ষেত্রের সামাজিক বিপ্লব সাফল্য লাভ করিবে।